উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ মে ২০২১ JS

পদযাত্রা

ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট উপলক্ষ্যে পদযাত্রা করা হল। বৃহস্পতিবার সকালে চালসার শালবাড়ি মোড় থেকে মাল ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির তরফে ওই পদযাত্রা করা হয়।

মানিকচকে গঙ্গার ধারে আতঙ্ক কাটেনি

প্রকাশ মিশ্র

মানিকচক, ১৩ মে : বিহারের গঙ্গায় ভাসতে থাকা লাশ কাণ্ডে গঙ্গায় নজরদারি শুরু করল মানিকচক ও ভূতনি থানার পুলিশ। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার ঘাটে পুলিশের তরফে নজরদারি চালানো হয়। উদ্বিগ্ন মানুষজনও গঙ্গাপাড়ে ভিড় জমান।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে গঙ্গায় অসংখ্য লাশ ভেসে থাকতে দেখা যায়। সবার ধারণা, কোভিড আক্রান্ত মৃতদের লাশ সংকার না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা ধরে সেই লাশ মানিকচকে চলে আসার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। তেমন হলে গঙ্গার জল থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। এনিয়ে বুধবার রাজ্য সরকার মালদা জেলা প্রশাসনকে গঙ্গায় নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে।

সব মিলিয়ে মানিকচকে বাড়ছে আতঙ্ক। গঙ্গায় স্নান করতে আসা লোকজনের ভিড় কমে গিয়েছে। নবান্নের নির্দেশিকা আসার পরই বৃহস্পতিবার মানিকচক ঘাটে নজরদারি চালায় পুলিশ। যদিও এদিন নৌকায় টহলদারি শুরু হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এপ্রসঙ্গে মানিকচকের বিডিও জয় আহমেদ জানিয়েছেন, 'নদীপথে নজরদারির সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আটটি নৌকা, দু'জন চিকিৎসক এবং চারজন পিপিই কিট পরা দক্ষ কর্মী প্রস্তুত রয়েছেন। ভেসে আসা মৃতদেহ যদি কোভিড আক্রান্ত হয় তাহলে কোভিড বিধি মেনেই সৎকার করা হবে। অন্যথায় সাধারণভাবে সৎকারের ব্যবস্থা করা হবে। এব্যাপারে বিহার ও ঝাড়খণ্ড প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা চলছে। বিহার হয়ে ঝাড়খণ্ডের সীমানায় মৃতদেহ ভেসে আসতে কয়েকদিন লাগতে পারে। ঝাড়খণ্ড প্রশাসন নিশ্চিত করেছে, গঙ্গায় তারা ব্যাপক নজরদারি চালাচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে আমরাও নৌকায় টহলদারি চালাব।'

> এদিন কোনও দেহ গঙ্গায় ভেসে আসতে দেখা যায়নি। আমরা ঘাটে নজরদারি চালিয়েছি। তবে স্নান করতে আসা মানুষজন সংখ্যায় খুব কম ছিল। জেলেরা যেমন মাছ ধরতে আসেন, সেভাবেই তাঁরা এসেছেন। নৌকায় মানুষ পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে।
>
> – **সঞ্জীব বিশ্বাস**
> *আইসি, মানিকচক থানা*

মানিকচক থানার আইসি সঞ্জীব বিশ্বাস পুলিশবাহিনী নিয়ে এদিন মানিকচক ঘাটে নজরদারি চালান। আইসি জানান, 'এদিন কোনও দেহ গঙ্গায় ভেসে আসতে দেখা যায়নি। আমরা ঘাটে নজরদারি চালিয়েছি। তবে স্নান করতে আসা মানুষজন সংখ্যায় খুব কম ছিল। জেলেরা যেমন মাছ ধরতে আসেন, সেভাবেই তাঁরা এসেছেন। নৌকায় মানুষ পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে।'

এদিকে ভূতনি থানার ওসি কুণাল দাস জানিয়েছেন, এদিন থেকে তাঁরা নৌকায় নজরদারি শুরু করেছেন। বিশেষ করে গদাই চর ও দুয়ানি চরের কচিঘাটের কাছে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো হচ্ছে। আগামীতেও তাঁদের নজরদারি বহাল থাকবে।

এদিন মানিকচক ঘাটে দেখা গেল উদ্বিগ্ন মানুষের ভিড়। এক গ্রামবাসী পঞ্চানন মণ্ডল বলেন, 'আমরা শুনতে পেয়েছি, গঙ্গায় ভেসে আসা লাশ থেকে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এনিয়ে আমরা উদ্বেগে আছি। শুনেছিলাম, আজ থেকে নৌকায় টহলদারি শুরু হবে। কিন্তু তেমন কিছু আমরা দেখতে পেলাম না।' আরেক গ্রামবাসী দেবাশিস মণ্ডলের বক্তব্য, 'সবাই ঘাটে লাশ ভেসে আসার দৃশ্য দেখার জন্য আসছে। তাই আমরাও এসেছি। কিন্তু কোনও লাশ ভেসে আসতে দেখিনি। তবে জলে দূষণ এবং রোগ ছড়ানোর ব্যাপারে আমরা আতঙ্কে রয়েছি। গঙ্গাস্নানও কমে গিয়েছে।'

ভেসে আসার লাশের সন্ধানে বৃহস্পতিবার মানিকচকে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে নজরদারি পুলিশের। –সংবাদচিত্র

বর্ধিত হারে মজুরি না মেলায় ক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : নির্ধারিত সময়ের পরেও বাগান শ্রমিকদের বর্ধিত হারে মজুরি না মেলায় ক্ষোভ জমেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে। জলপাইগুড়ি জেলার ২৫ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে শ্রমিকরা ১৬১ টাকা দৈনিক মজুরি পান। কিন্তু ১৬১ টাকার পরিবর্তে শ্রমিকরা দৈনিক ১৯৩ টাকা মজুরির দাবি করেছেন। এপ্রিল মাসে বর্ধিত হারে মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও তা না মেলায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মজুরি চুক্তির বিষয়ে ১৫ মে জলপাইগুড়িতে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির দপ্তরে আয়োজিত ওই বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।

অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ

রাজগঞ্জ, ১৩ মে : অবৈধভাবে মাটি কেটে সরকারি রাস্তার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জে। রাস্তার কাজে যুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে অভিযান চালিয়ে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় অনেকদিন থেকে অবৈধভাবে আর্থমুভার দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি সরকারি রাস্তার কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজগঞ্জ থেকে গাড়ড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। সেই কাজে বিভিন্ন লোকের জমি ছাড়াও সাহু নদীর মাটি অবৈধভাবে কেটে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিন সন্ন্যাসীকাটার অঙ্গদগছ এলাকায় আর্থমুভার দিয়ে মাটি কাটার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। বিএলএলআরও রূপকচন্দ্র ভাওয়াল বলেন, 'অবৈধভাবে মাটি কাটার বিরুদ্ধে অভিযান করা হচ্ছে। এদিন খবর পেয়ে অঙ্গদগছে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যারা মাটি কাটছিল, তাঁদের অফিসে এসে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে বলা হয়েছে।'

লকডাউন বাড়ল কিশনগঞ্জে

কিশনগঞ্জ, ১৩ মে : বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জে নতুন করে ১৫৪ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কিশনগঞ্জ শহর ও শহরতলির রয়েছেন ৯৩ জন। এছাড়া বাহাদুরগঞ্জের ১৮ জন, কোচাধামনের ১৩ জন, পোঠিয়ার ৯ জন, ঠাকুরগঞ্জের ৬ জন, টেরাগছের ৩ জন এবং দিঘলব্যাংকের ১ জন রয়েছেন। এছাড়া ভিনরাজ্য ও জেলার ১১ জন রয়েছেন। এদিন মোট ১২৫ জন সংক্রামিত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। কিশনগঞ্জে বর্তমানে মোট কোভিড সংক্রামিতের সংখ্যা ১,৩৮৮ জন। কিশনগঞ্জ সহ সমগ্র বিহারে লকডাউন আরও ১০ দিন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। কিশনগঞ্জের জেলা শাসক ডাঃ আদিত্য প্রকাশ বলেন, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশে আগামী ১৬ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে।'

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বাজার বন্ধ রাখার সময়সীমা বদল করার দাবিতে বৃহস্পতিবার পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ধরে বাজার খোলা থাকায় প্রধাননগর থানার পুলিশ মার্কেটে অভিযান করে। এরপরই ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজার খোলা রাখার যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, তাতে কোনওভাবে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। এইটুকু সময়ের মধ্যে ট্রাক থেকে খাদ্যসামগ্রী লোড-আনলোড করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সময়সীমা পরিবর্তনের দাবিতে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের দাবি, সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত বাজার খোলা রাখা হোক।

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্মী ইউনিয়নের নতুন কমিটি গঠিত হল। বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ কমপ্লেক্সে সংগঠনের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নয়জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে রণজিৎ ঘোষ ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী। সংবাদপত্রের সার্বিক উন্নয়নে কমিটির সদস্যারা সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২৬.০
শিলিগুড়ি	৩২.০	২০.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২১.০
কোচবিহার	৩১.০	২১.০
আলিপুরদুয়ার	৩১.০	২১.০
মালদা	৩৫.০	২৪.০
রায়গঞ্জ	৩৪.০	২৩.০
গ্যাংটক	২২.০	১২.০

ছত্রছায়া।।

বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

জিএসটি বৈঠক ডাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর চিঠি পাওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সকলে মুখে কুলুপ এঁটেছেন কারণ কেউ জানেন না কবে হতে পারে জিএসটি বৈঠক।

গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার ভ্যাকসিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার জিএসটি বৈঠক না হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অর্থ মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, চাইলে অনেক আগেই কাউন্সিলের বৈঠক ডাকতে পারতেন নির্মলা। কিন্তু তা হয়নি। ফলে গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে অহেতুক ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে মন্ত্রকজুড়ে।

বৃহস্পতিবার সীতারামনকে লেখা চিঠিতে অমিতবাবু জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়নি। গত বছরের অক্টোবর মাসে শেষ জিএসটি বৈঠক ডাকা হয়। তারপর থেকে আর একবারও সেই বৈঠক ডাকা হয়নি। সেই চিঠিতে তিনি কেন্দ্রকে দ্রুত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। অমিত মিত্র বলেন, নিয়মমাফিক তিন মাস অন্তর জিএসটি কাউন্সিলের একটি করে বৈঠক হওয়ার কথা। একই সঙ্গে সীতারামনকে মনে করিয়ে অমিত মিত্র লিখেছেন, যেখানে তিন মাস অন্তর এই বৈঠক হওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেখানে ২০২০ সালের ৫ অক্টোবর শেষ এই বৈঠক হয়েছিল। তার পর থেকেই এখনও পর্যন্ত জিএসটি কাউন্সিলের কোনও বৈঠক হয়নি। এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী বলেই চিঠিতে দাবি করেছেন অমিত। অবিলম্বে জিএসটি কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকার অনুরোধ করেছেন তিনি। তিনি এও বলেন, জিএসটির বৈঠক না ডাকায় সংবিধানের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তাই কোভিড আবহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবিলম্বে ডাকা হোক ভার্চুয়াল বৈঠক আর্জি দেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

অমিতের চিঠি

- জিএসটি বৈঠক না হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র
- গত বছরের অক্টোবর মাসে শেষ জিএসটি বৈঠক ডাকা হয়
- তারপর থেকে আর একবারও সেই বৈঠক ডাকা হয়নি

মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিতের পত্রবোমায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে কেন্দ্র। অমিত মিত্র প্রথম নন, যিনি দ্রুত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার কথা বললেন। অমিতের আগেই চিঠি লিখে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার আর্জি জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনও প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার আবেদন জানান। মন্ত্রকের এক আধিকারিকের দাবি, কেন্দ্রের জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা মাথায় রেখেই বৈঠক ডাকা হচ্ছে না কারণ রাজ্যের প্রস্তাব মানা এখন কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

সেমাইয়ের বিক্রি নেই

চালসা, ১৩ মে : রাত পোহালেই ইদ। প্রতি বছরই ইদের আগে থেকে বাজারে সেমাই বিক্রি শুরু হয়ে যায়। অন্য বছরের মতো এ বছরও বাজারে বিভিন্ন রকমের সেমাই বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু অন্যবারের মতো বিক্রি হচ্ছে না বলে চালসা ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার গালামাল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। এমনিতেই বিধিনিষেধের কারণে বিক্রি কমেছে। তার ওপর অনেকেই করোনা সংকটে আর্থিক সমস্যায় পড়ায় সেভাবে কেনাকাটা করছেন না। মেটেলি, চালসা, মঙ্গলবাড়ি, বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা ইত্যাদি এলাকার ব্যবসায়ীদের একই অবস্থা। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের ব্যবসায়ী রুনু কুণ্ডু বলেন, 'প্রতি বছর ইদের কয়েকদিন আগে থেকেই সেমাই ভালো বিক্রি হয়। কিন্তু বাজারে লোকজনের সংখ্যা কম। তাই সেমাই সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না। এরকম হলে তো পুরো টাকাটাই জলে যাবে।'

ফুলবাড়ির প্ল্যান্টে

প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার পরমেশ্বর পাল জানিয়েছেন, প্ল্যান্টের যা ক্ষমতা তাতে প্রতিদিন গড়ে ৫ টন বর্জ্য পোড়ানো যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দিনে গড়ে সাড়ে চার টন বর্জ্য আসত। কোভিড পরিস্থিতির পর দিনে গড়ে ৭ টন বর্জ্য আসছে। ফলে দিনের পর দিন বর্জ্য জমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'জমে থাকা বর্জ্য দ্রুত পুড়িয়ে ফেলার জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কোনও কোনও দিন ২৪ ঘণ্টাই কাজ চলছে। ঝড়ে চিমনি ভেঙে গিয়েছে। আপাতত সেটা সারানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। জমে থাকা বর্জ্য দ্রুত পুড়িয়ে ফেলার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি।'

শ্রমিক নেতা রাজকুমার পাল বলেন, 'কর্তৃপক্ষের কথায় আর বিশ্বাস রাখা যায় না। সুরক্ষা তো পাচ্ছিই না, উলটে আমাদের বেতনও নিয়মিত হচ্ছে না। প্ল্যান্টে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার জরুরি। যে কোনওদিন আমরা ও আমাদের পরিবারের লোকেরা সংক্রামিত হতে পারে। সব জেনেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ।' শ্রমিকদের ক্ষোভ বা সুরক্ষার প্রশ্নে প্ল্যান্ট সুপারভাইজার নারায়ণ সরকার বলেন, 'কর্তৃপক্ষ সমস্যার কথা জানে। তাঁরা নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবেন।'

শিল্পতালুকের অন্য একটি কারখানার শ্রমিক বিজন দাস বলেন, 'দুর্গন্ধে প্ল্যান্টের আশপাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। দিনরাত ওই প্ল্যান্টের ধোঁয়া ও ধুলোয় চারদিক ভরে থাকে। আমরাও আতঙ্কে আছি।' প্ল্যান্টের দুরবস্থা নিয়ে বারবার যোগাযোগ করা হলেও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও আধিকারিক ওই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। অভিযোগ, পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে প্ল্যান্টের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসনিক কমিটির সদস্য অলোক চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্ল্যান্টে ভয়ংকর পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে। সংক্রমণ ছড়ানোর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। দূষণও বাড়ছে। পুরনিগমের পক্ষ থেকে বিষয়টি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে জানানো হবে।'

সংক্রামিত আসামি ফেরার

কিশনগঞ্জ, ১৩ মে : কোভিড হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল সংক্রামিত এক আসামি। ঘটনাটি কিশনগঞ্জের মহিষবাথনা কোভিড কেয়ার সেন্টারের। বুধবার মদ পাচার করতে গিয়ে কিশনগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সর্দার পরমজিৎ সিং ও ঘনশ্যাম সিং নামে দুই দুষ্কৃতী। ধৃতদের জেল হেপাজতে নিয়ে যাওয়ার আগে পরমজিতের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর পুলিশি পাহারায় তাকে কিশনগঞ্জের মহিষবাথনা কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সে পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কিশনগঞ্জে শোরগোল পড়ে যায়।

কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার আশিস বলেন, 'কোভিড কেয়ার সেন্টারে পুলিশ সামাজিক দূরত্ব মেনে আসামিকে পাহারা দিত। সেই সুযোগে সংক্রামিত আসামি পালিয়ে গিয়েছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পলাতক পরমজিৎ রাজস্থানের আলোয়ারের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ পুলিশের একটি দল পলাতক আসামির খোঁজে রাজস্থানে রওনা দিয়েছে। আশপাশের বিভিন্ন স্থানেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। শনিবার কিশনগঞ্জ থানার পুলিশ অসম থেকে বিহারগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাক আটক করে ৭,৩০৯ লিটার মদ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সর্দার পরমজিৎ সিং ও ঘনশ্যাম সিংকে ঘটনাস্থলে গ্রেফতার করে।

মহিলাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

ময়নাগুড়ি, ১৩ মে : মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ময়নাগুড়িতে। ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গামালি বুথে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মৃত মহিলার নাম লক্ষ্মী হরিজন (৪০)। তাঁর স্বামী শংকর হরিজন কর্মসূত্রে কোচবিহার জেলায় থাকেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বছরখানেক থেকে ওই মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মহিলাকে বাড়ির বাইরে দেখতে না পেয়ে প্রতিবেশীরা তাঁকে ডাকতে তাঁর বাড়িতে যান। কিন্তু গেট খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ। বাড়ির উঠোনে ছেঁড়া চুল এবং বারান্দায় রক্তের দাগ দেখে প্রতিবেশীরা ময়নাগুড়ি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি ভূষণ ছেত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলার ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মহিলার মাথায় ও হাতে আঘাত করায় মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পরে ডিএসপি (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা, অ্যাডিশনাল এসপি (গ্রামীণ) ওয়াংডেন ভুটিয়া ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ মহিলার আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এলাকাবাসী প্রদীপ রায় বলেন, 'সকাল ৮টা পর্যন্ত গেট বন্ধ থাকায় আমরা কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁকে ডাকতে যাই। কিন্তু বাইরের গেট খুলে উঠোনে ঢুকতেই ঘটনাটি আমরা বুঝতে পারি এবং পুলিশকে খবর দিই।'

মৃতার স্বামী শংকর হরিজন বলেন, 'কর্মসূত্রে কোচবিহারে থাকি। গতকাল রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। আজ সকালে ফোনে তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে বাড়িতে আসি এবং এই ঘটনা দেখতে পাই।' শংকরবাবু অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ভাঙ্গামালিতে বৃহস্পতিবার ঘটনার তদন্তে পুলিশ। ছবি ঃ জগন্নাথ রায়

অ্যাম্বুল্যান্স দিল প্রেস ক্লাব

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : বৃহস্পতিবার বেসরকারি নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারী কোম্পানির দেওয়া অ্যাম্বুল্যান্স জেলা শাসককে দিল জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাব। কোভিড মোকাবিলায় এই অ্যাম্বুল্যান্স ধূপগুড়ি পুরসভাকে দেওয়া হচ্ছে বলে জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানান।

জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শান্তনু কর বলেন, 'যেভাবে মহামারি ছড়াচ্ছে, তাতে রোগী আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাম্বুল্যান্স খুব জরুরি। অনেক সময় অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে অপেক্ষা করতে হচ্ছে রোগীর পরিবারকে। সুযোগ বুঝে দর হাঁকাচ্ছেন বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের একাংশ। এই সমস্যা যাতে কাটিয়ে ওঠা যায় তার জন্যই সাংবাদিকদের এই উদ্যোগ।'

ধূপগুড়ি ব্লকে কোভিড পরিষেবায় এদিন থেকে কাজ করবে এই অ্যাম্বুল্যান্স। এই অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়ার ফলে রোগী আনা-নেওয়ার কাজ অনেকটাই দ্রুত হবে বলে জেলা শাসক জানান।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানি নিজেরা আলাদা করে আরও একটি অ্যাম্বুল্যান্স জেলা শাসকের হাতে দেয়। এই অ্যাম্বুল্যান্স জলপাইগুড়ি পুরসভাকে দেওয়া হয়েছে।

ব্যবধান বাড়ানোয় বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

তত্ত্বে এখনও সিলমোহর দেয়নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিকস্তরে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ টুইটে বলেন, 'টিকা পর্যাপ্ত মজুত নেই বলেই কি বিশেষজ্ঞ কমিটির এই প্রস্তাব? আমরা কি নরেন্দ্র মোদি সরকারের কাছ থেকে একটু পরিচ্ছন্নতা আশা করতে পারি না?' সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নির্দেশিকায় বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার কারণ, কোভিশিল্ড টিকার ডোজের সময়সীমায় বারবার বদল ঘটানো। টিকাটির প্রয়োগ শুরু হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছিল, প্রথম ডোজ গ্রহণের ঠিক ২৮ দিনের মাথায় কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় টিকাটি নিতে হবে। পরে সেই নির্দেশিকা পরিবর্তন করে ওই সময়সীমা ন্যূনতম ৪৫ দিন করা হয়। জানানো হয়, প্রথম ডোজের কোভিশিল্ড নেওয়ার পর ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী ডোজ নিলেই চলবে। যাঁরা ইতিমধ্যে কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ নিয়েছেন ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাঁরা এখন পরবর্তী ডোজ নেওয়ার সময় নিয়ে ধোঁয়াশায় পড়েছেন।

দেশে উৎপাদিত ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন টিকার দুই ডোজের মাঝখানের সময়ে অবশ্য কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়নি এনটিএজিআই। এই বিশেষজ্ঞ গ্রুপের মতে, কোভিশিল্ড টিকার কার্যকারিতা বাড়াতে দুটি ডোজের মধ্যে ব্যবধান বেশি থাকা উচিত। করোনামুক্তদের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই গ্রুপ বিশেষ কিছু নিয়ম অনুসরণ করার প্রস্তাব দিয়েছে। গ্রুপের বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড সংক্রামিতদের সুস্থ হয়ে ওঠার অন্তত ৬ মাস পর তাঁদের টিকা দেওয়া যাবে। এই প্রস্তাব ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে ন্যাশনাল এক্সপার্ট গ্রুপ অন ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর কোভিড-১৯'র (নেগভ্যাক) কাছে। এই গ্রুপ এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কেন্দ্রের এক সরকারি আধিকারিক বলেন, 'কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে ওঠাদের ক্ষেত্রে অন্তত ৬ মাস পর টিকা দেওয়া উচিত। এতে অ্যান্টিবডি বাড়বে। এখন কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ আসার ১৪ দিন পর টিকা দেওয়া হয়।' সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ গ্রুপ জানিয়েছে, নিজেদের সময় অনুযায়ী টিকা নিতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বারা। সন্তান জন্মের পর যে কোনও সময় তাঁরা ওই টিকা নিতে পারেন।

বিক্ষোভের মুখে ধনকর

প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখাও করতে যাননি। অথচ বিজেপির সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করছেন রাজ্যপাল। এতেই স্পষ্ট উনি রাজনীতি করতে এসেছেন। সাধারণ মানুষের কোনও মূল্য নেই তাঁর কাছে। তিনি সাংবিধানিক পদে থাকার যোগ্য নন। এজন্যই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।' বিজেপির কোচবিহার জেলা কনভেনার অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'জোরপাটকি নাগরিক মঞ্চের ব্যানার হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই রাজ্যপালকে গো ব্যাক স্লোগান ও কালো পতাকা দেখিয়েছেন।

শীতলকুচির পাশাপাশি এদিন রাজ্যপালের সফর ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় দিনহাটায়ও। এদিন বিকেলে বিজেপি নেতা অজয় রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন মদনমোহনবাড়ি এলাকায় রাজ্যপালের কনভয় আসে সেই সময় রাজ্যপালের কনভয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিশাল পুলিশবাহিনী তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। গাড়ি থেকে নেমে আসেন রাজ্যপাল। তাঁর সামনে আবার বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস ও তাঁর অনুগামীরা। দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে হটিয়ে দেয়।

এরপর রাজ্যপাল যখন দিনহাটা শহরের মেইন রোড দিয়ে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি যাচ্ছিলেন সেই সময় পাঁচ মাথার মোড়েও তৃণমূল নেতা বিশু ধরের নেতৃত্বে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং গো ব্যাক স্লোগান ওঠে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'দিনহাটায় একই পাড়ায় আক্রান্ত প্রাক্তন বিধায়ক উদয়ন গুহর বাড়ি না গিয়ে উদয়ন গুহকে প্রাণে মারার চক্রান্তকারী ও বেধড়ক পেটানো মূল অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন মাননীয় রাজ্যপাল। এই ঘটনার জন্য রাজ্যপালকে ধিক্কার জানাই। বিজেপির হয়ে দালালি করতেই এসেছেন তিনি।'

স্বনির্ভর গোষ্ঠী দিয়ে

প্রথম পাতার পর

সেজন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এরকম কয়েকটি ক্যাটিগোরিতে সব এলাকা ভাগ করে নেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, এই ক্যাটিগোরি ভাগ করা নিয়েও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হয়তো জঙ্গলমহল, চা বাগান এলাকা, টোটো জনজাতির এলাকাগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সেসব জায়গায় আগে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে সেসবই এখনও চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে। কোনটা করলে ভালো হয়, কীভাবে করলে ভালো হয়, সেসব নিয়ে আলোচনা চলছে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব কিছু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলা হবে। তাঁর অনুমোদনের বিষয়টিও রয়েছে। আশা করছি, পুজোর আগেই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হবে।'

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এই প্রকল্পটি চালু হলে তা শুধু রাজ্যে নয়, গোটা দেশেই গণবণ্টন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী ঘটনা হবে। এ রাজ্যে ৯ কোটিরও বেশি র‌্যাশন গ্রাহক রয়েছেন। এই বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের বাড়িতে র‌্যাশন সামগ্রী প্রতি মাসে সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পটির অন্তত প্রথম দফা চালু করে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

নেতার মেজাজে

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথাতেই তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল রাজ্যে। পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নিতে।' রাজ্যপাল আরও বলেন, 'সিএম আমাকে চিঠি দিয়েছেন। তার জবাব দিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে চিঠি আসার আগেই মিডিয়ার কাছে চিঠি পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ কী হচ্ছে? কোথায় গেল মানবাধিকার কমিশনগুলি। আধিকারিকদের নিজেদের কাজ করতে দিন। তাঁদের বেঁধে রেখেছেন কেন?

এয়ারপোর্ট থেকে সড়কপথে মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটখাটেরবাড়ি গ্রামে নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পরিদর্শন করেন। রাজ্যপালের সঙ্গে মাথাভাঙ্গায় যান কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন, শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন প্রমুখ। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং ঘটনার দিন নিজেদের অভিজ্ঞতা রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেন। ক্ষতিগ্রস্ত চানেশ্বর দাস, কিরণ দাস, কাজল মুখার্জি, বিপুল দাস, কল্যাণী দাস, বাবু দাস, বিশ্বনাথ দাস, শ্যামল দাস, তারামোহন দাস প্রমুখ সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেন। কয়েকজন রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রায় ৩৫ মিনিট ছাটখাটেরবাড়ি এলাকা থেকে রাজ্যপাল শীতলকুচি যান। সেখানে ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নওতাবাস বুথে ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত মানিক মৈত্রর বাড়িতে যান। তবে ওই পরিবারের কেউ এদিন বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিবেশীরা জানান, তাঁরা চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে গিয়েছেন। এলাকায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে ভাঙচুর হওয়া বাড়িঘর ঘুরে দেখার পাশাপাশি পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমে রাজ্যপাল বলেন, এই ঘটনা দেখে তাঁর চোখের জল শুকিয়ে আসছে। এতবড় ঘটনা হয়ে গেলেও প্রশাসনের কোনও কর্তা এখানে আসেননি। মনে হচ্ছে এখানে পুলিশ ও প্রশাসনের কোনও হৃদয় নেই। এসব দেখে নিজেরই লজ্জা লাগছে। বুঝতে পারছি না দেশে মানবাধিকার কমিশন কী করছে? তারা কি চোখে দেখতে পাচ্ছে না যে এখানে কী তাণ্ডব হয়েছে?

রাজ্যপালের সফরকে ঘিরে এদিন উত্তেজনা ছড়ায় দিনহাটায়। এদিন দিনহাটা শহরের মদনমোহনবাড়ি এলাকায় বিজেপি নেতা অজয় রায়ের ভাঙচুর হওয়া বাড়ি ঘুরে রাজ্যপালের কনভয় মদনমোহনবাড়ি মোড়ে গেলে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত রাজ্যপাল গাড়ি থেকে নেমে এসে দিনহাটা থানার আইসিকে ধমক দেন। এরপরই তিনি দিনহাটার এসডিপিও অমিত ভার্মাকে ডেকে আরেক দফা কড়া ধমক দেন। পরে তিনি বলেন, 'কোথায় গণতন্ত্র? যেখানে যাচ্ছি সেখানে রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে।' এখান থেকে তিনি দিনহাটা শহরের পাঁচ মাথার মোড় হয়ে দিনহাটা বলরামপুর রোডের আক্রান্ত দুই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যান। তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহের ওপর হামলার ঘটনায় ওই বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর হয়। তবে, উদয়ন গুহর উপর হামলা সম্পর্কে রাজ্যপাল কিছুই জানেন না বলে সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দেন।

এদিন রাজ্যপাল শীতলকুচি থেকে সিতাইয়ে পৌঁছান। সিতাই বাজার চৌপথিতে তাঁর কনভয় দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি গাড়ি থেকে নামেননি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গাড়ির ভিতর থেকেই হাতজোড় করে তিনি নমস্কার জানান। এরপর কনভয় ঘুরিয়ে দেবী কামতেশ্বরী সেতু হয়ে তাঁর কনভয় দিনহাটা পৌঁছায়। দিনহাটায় রাজনৈতিক হিংসার জেরে ভাঙচুর হওয়া একটি বাড়িতে রাজ্যপাল যান। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। রাজ্যপাল ক্ষতিগ্রস্ত ওই বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। দিনভর গোটা জেলা চষে বেড়ানোর পর রাতে কোচবিহারের সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সেখানেও পরিস্থিতির জন্য তিনি রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করেন। মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তিনি তোলেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের বদলি নিয়েও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন বৈঠকে।